মডিউল-২৭

সেমিস্টার-IV

কোর্সকোড- BENG-H-CC-T-10

কোর্স নাম -বাংলা কাব্য কবিতা

মিলন মণ্ডল

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

এস. আর. ফতেপুরিয়া কলেজ, বেলডাঙ্গা।

পর্ব-১ ঃ কবিতা- 'শুভক্ষণ'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিন্যাসক্রম

২৭.১ উদ্দেশ্য

২৭.২ প্রস্তাবনা

২৭.৩ মূলপাঠ: 'শুভক্ষণ'— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭.৪ সারাংশ

২৭.৫ আদর্শ প্রশ্নাবলী

২৭.৬ সহায়ক গ্রন্থাবলী

২৭.৭ উত্তর সংকেত

২৭.১ উদ্দেশ্য

- বাংলা কাব্য জগতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিভিন্ন ধারায় কাব্য সম্পর্কে জানতে পারবে।
- রবীন্দ্রনাথের এই পর্বের কাব্যগুলির পরিচয় পাবে।
- 'খেয়া' কাব্য গ্রন্থের সময়কাল ও অন্যান্য কবিতাগুলির সঙ্গে পরিচয় ঘটবে।
- 'শুভক্ষণ' কবিতাটির ভাব ও ভাষার তাৎপর্য বুঝতে পারবে।
- 'শুভক্ষণ' কবিতাটির অন্তর্নিহিত অর্থ, ছন্দ ও অলংকার সম্পর্কে অবগত হবে।

২৭.২ প্রস্তাবনা

এই পাঠের ফলে পাঠক-পাঠিকারা কবি রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া' পর্যায়ের কাব্যগুলি সম্পর্কে জানতে পারবে? 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পর স্মরণ, শিশু, উৎসর্গ—কাব্যগুলি পরপর প্রকাশিত হয়। তারপর ১৯১০ সালে প্রকাশিত হয় 'খেয়া' কাব্য। এই কাব্যের অনেকগুলি বিখ্যাত কবিতা রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—'বালিকাবধূ', 'অনাবশ্যক', 'দান', 'কুয়াশার ধারে', 'কৃপণ', 'দিনশেষে' প্রভৃতি। 'শুভক্ষণ' 'খেয়া' কাব্যের প্রকাশের মধ্যদিয়েই অন্তবর্তী পর্বের সমাপ্তি ঘটেছে। 'খেয়া' নামটি

খুবই ইঙ্গিতবহ। কবির জীবনে নানা অশান্তি, দোলাচলতা ধূমায়িত হচ্ছিল। সেই ধূমায়িত জীবনের ইঙ্গিতময় প্রকাশ ঘটেছে 'খেয়া' কাব্যের নানা কবিতায়। 'শুভক্ষণ' কবিতাটিতে মায়ের কাছে কাতরস্বরে প্রার্থনা জানিয়েছেন। রাজার সন্তানকে এক পালক দেখায় আবেদন কবিতাটির ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত হয়েছে। 'রাজার দুলাল' কবির বাড়ির সমুখ পথ যে সময়ে যাবে সেই সময়কালটিকেই শুভক্ষণ বলা হয়েছে। মাত্রাবৃত্তছন্দে রচিত কবিতাটিতে কবির গভীর আর্তি প্রকাশিত হয়েছে।

২৭.৩ মূলপাঠ: 'শুভক্ষণ' –রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওগো মা, রাজার দুলাল যাবে আজি মোর ঘরের সমুখপথে,
আজি এ প্রভাতে গৃহকাজ লয়ে রহিব বলো কী মতে!
বলে দে আমায় কী করিব সাজ
কী ছাঁদে কবরী বেঁধে লব আজ,
পরিব অঙ্গে কেমন ভঙ্গে কোন্ বরনের বাস॥

মা গো, কী হল তোমার, অবাক নয়নে মুখপানে কেন চাস।
আমি দাঁড়াব যেথায় বাতায়নকোণে
সে চাবে না সেথা জানি তাহা মনে,
ফেলিতে নিমেষ দেখা হবে শেষ, যাবে সে সুদূর পুরে,
শুধু সঙ্গের বাঁশি কোন্ মাঠ হতে বাজিবে ব্যাকুল সুরে।
তবু রাজার দুলাল যাবে আজি মোর ঘরের সমুখপথে,
শধু সে নিমেষ লাগি না করিয়া বেশ রহিব বলো কী মতে।

২

ওগো মা, রাজার দুলাল গেল চলি মোর ঘরের সমুখপথে,
প্রভাতের আলো ঝলিল তাহার স্বর্ণশিখর রথে।
ঘোমটা খসায়ে বাতায়নে থেকে
নিমেষের লাগি নিয়েছি মা দেখে,
ছিঁড়ি মণিহার ফেলেছি তাহার পথের ধুলার 'পরে।

মা গো, কী হল তোমার, অবাক নয়নে চাহিস কিসের তরে!
মোর হার-ছেঁড়া মণি নেয় নি কুড়ায়ে,
রথের চাকায় গেছে সে গুঁড়ায়ে
চাকার চিহ্ন ঘরের সমুখে পড়ে আছে শুধু আঁকা।

আমি কী দিলেম কারে জানে না সে কেউ-ধুলায় রহিল ঢাকা।
তবু রাজার দুলাল গেল চলি মোর ঘরের সমুখপথে-
মোর বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া রহিব বলো কী মতে।
শান্তিনিকেতন। ১৩ শ্রাবণ, ১৩১২

২৭.৪ সারাংশ

'শুভক্ষণ' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। ১৯১০ সালে 'খেয়া' কাব্যটি প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রজীবনের এক বিষাদময় অধ্যায়ের প্রকাশ এই কাব্যের নানা কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। 'শুভক্ষণ' কবিতাটি ১৩ই শ্রাবণ ১৩১২ বঙ্গাব্দে লেখা হয় শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্র মনে নানা বিক্ষিপ্ত ঘটনা জড়তা সৃষ্টি করেছিল। কবি সেই জড়তা থেকে বেড়োনোর জন্য প্রাণপনে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কবি মনের দোলাচলতার সেইভাব 'শুভক্ষণ' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। মায়ের কাছে কথকের প্রশ্ন যখন রাজার দুলাল আজ তাঁর ঘরের সমুখপথ দিয়ে যাবে, তখন কী করে সে গৃহকাজে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে পারে। রাজার দুলালের সামনে উপস্থিত হওয়ার জন্য কথক কী ধরনের সাজ করবে, কী ধরনের চুল বাঁধবে, কী বসন পরবে—তা মায়ের কাছে জানতে চেয়েছে। কথক মনে মনে এও স্থির করে ফেলেছেন, যার জন্য সে এত আয়োজন করছে, সে একবারও তাঁর দিকে চাবে না। এক নিমেষেই সমস্ত অপেক্ষা শেষ হয়ে যাবে। চোখের দেখায় কথকের মনের তৃপ্তি ঘটাবে। তার পর হয়তো সে চলে যাবে বহুদূর। শুধু নিমেষের দেখাতে মনকে যদি তৃপ্ত করতে না পারে তাহলে কী নিয়ে কথক বেঁচে থাকবে।

কবিতাটির দুটি অংশ। প্রথম অংশে কবির একটা আর্তি বা জিজ্ঞাসা পাঠকের সামনে রেখেছেন। আর দ্বিতীয় অংশে সেই জিজ্ঞাসার সমাধান করেছেন। প্রথম অংশ রাজার দুলাল আসার পূর্ব মুহূর্তে কবির তথা কথকের মনের অবস্থা দেখানো হয়েছে। আর দ্বিতীয় অংশে রাজার দুলাল কথকে বা কবিতার নায়িকাকে আশাহত করেছে। তাই সে মনিহার পথে ছিড়ে ফেলেছে। মায়ের কাছে তাইতো কথকের প্রশ্ন, 'কী এমন হল, যে তুমি আমার মুখপানে চেয়ে দেখছো। নায়িকার ছেড়া মনি-মুক্তার হার কেও কুড়িয়ে নেয়নি। রথের চাকায় মাটিতে মিশে গেছে। রাজার দুলাল তার জন্য অপেক্ষা করেনি। বরণ্য রথের চাকায় প্রিয়তমার মণি-মুক্তার হারকে গুড়িয়ে দিয়ে চলে গেছে। শুধু পড়ে রয়েছে চাকার চিহ্ন। কথক তথা কবিতার নায়িকার মনের গভীরে রাজার দুলালের প্রতি গভীর ভালোবাসার রূপ প্রকাশিত হয়েছে। নিজের ভালোবাসাকে কবিতার নায়িকা রাজার দুলালের জন্য উজাড় করে দিয়েছে। কথক রাজার দুলালকে কী দিল তা কেউ জানতে পারছে না। কারণ ধূলিময় পথে তা ঢাকা পড়েছে। তাই রাজার দুলাল যখন তাকে ছেড়ে চলে গেল, তখন কথক কীভাবে বক্ষের মণি আগলে ধরে রাখবে? তাই তো সে ছিড়ে ফেলে দিয়েছে। দুটি অংশে কবিতাটিতে কবির তাঁর মনের ভাব ব্যক্ত করেছেন। ভালোবাসায় যদি না থাকে, তাহলে জীবনে কোন ধনসম্পদ, মনি মুক্তোর কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। ভাষা, ছন্দ, অলংকার প্রয়োগে কবিতাটি যথার্থ রূপ লাভ করেছে। শব্দ চয়ন যথাযথ হয়েছে। ছন্দের লালিত্যে ও অলংকার প্রয়োগের দক্ষতায় কবিতা সার্থক হয়েছে।

২৭.৫ আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। (ক) 'শুভক্ষণ' কবিতা কোন কাব্যের অন্তর্গত?

(খ) 'শুভক্ষণ' কবিতাটি কোন সময়ে কোথায় লেখা হয়েছে?

(গ) 'খেয়া' কাব্যের প্রকাশকাল সহ দুটি কবিতার নাম লেখ।

(ঘ) কীসের হার নায়িকা ছুঁড়ে ফেলেছিল?

(ঙ) নায়িকা 'কার' জন্য অপেক্ষার প্রহর গুণছিল?

২। (ক) কবিতাটির মূল ভাব কবিতা অলবম্বনে আলোচনা করুন।

২৭.৬ উত্তর সংকেত

১। (ক) উৎস- 'খেয়া' কাব্যের

(খ) ১৩ই শ্রাবণ ১৩১২ বঙ্গাব্দ, শান্তিনিকেতন।

(গ) ১৯১০ সালে, বালিকাবধূ ও অনাবশ্যক।

(ঘ) মণিহার

(ঙ) রাজার দুলাল

২। (ক) ২৭.৪ অংশ দেখুন।

২৭.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর–সঞ্চয়িতা

২. ড. সুকুমার সেন–ভাষার ইতিবৃত্ত।

৩. ড. রামেশ্বর শ–সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা।

৪. ড. জীবেন্দু রায়–বাংলা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

৫. পরেশচন্দ্র মজুমদার–বাংলা ভাষা পরিক্রমা।